What do you mean by Neolithic Revolution? Discuss its salient features with example from India.

মানুষ তার সৃষ্টির পর থেকেই শুরু করে ~~আজ থেকে~~ প্রায় আনুমানিক ১৪০০০ বছর আগে পর্যন্ত শিকার ও খাদ্যসংগ্রহকেই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে বেছে নিয়েছিল কিন্তু ৪০০০ বছর আগে ~~পর্যন্ত শিকার~~ মানুষের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে - মানুষ প্রথম কৃষিকাজ শেখে, তার সঙ্গে সাথে শেখে পশুপালন ও মৃৎপাত্র নির্মাণ, এর পাশাপাশি মানুষ গৃহনির্মাণ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণও করে, তাছাড়া বয়ন শিল্প, বিভিন্ন চারুশিল্প, হাতিয়ার নির্মাণের নতুন পদ্ধতি এই সময়েই শুরু হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, গ্রাম নির্মাণ এবং বানিজ্যের ও প্রচলন হয়, সবমিলিয়েই সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন দেখা যায়, এই যুগ নব্য প্রস্তর সংস্কৃতি নামে পরিচিত, — যা প্রস্তরযুগের সর্বশেষ সংস্কৃতি বলে গন্য, এই যুগে মানব জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, সেগুলি অত্যন্ত অল্প সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, তাই নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিকে "বৈপ্লবিক যুগ" বলে অভিধায় দেওয়া হয়,

নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল - i) কৃষিকাজ ii) পশুপালন iii) মৃৎপাত্র নির্মাণ iv) বাসগৃহ নির্মাণ v) হাতিয়ারের নির্মাণে নতুন প্রযুক্তি - ঘর্ষন ও মসৃন পদ্ধতি vi) স্মৃতিসৌধ নির্মাণ vii) বয়ন শিল্প viii) চারুশিল্প ix) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি x) বানিজ্য।

মধ্যপ্রাচ্যে আজ থেকে ৪০০০ বছর আগে সর্বপ্রথম নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির উদ্ভব হয়, অর্থাৎ মানুষ প্রথম কৃষিকাজ শেখে, জোয়ারের চাষও এইসময় সর্বপ্রথম করা হয়, এরপর গম ও বার্লি, তারপরে পশুপালন শুরু করা হয়। প্রথমে কুকুর, পরে ছাগল, (ঘোড়া, উট, ভেড়া, শুয়োর, গবাদি পশু প্রভৃতিকে পোষ মানানো হয়) ইরাক, ইরান, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, এই অঞ্চলের দুটি উল্লেখযোগ্য Site হল জারমো ও জেরিকো।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীর তীর ধরে নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতি ইউরোপে প্রবেশ করে

Scanned by CamScanner

এরপর আফ্রিকাতে নীল নদের তীরেও এই সংস্কৃতির প্রচলন দেখা যায়, তারপর এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংস্কৃতি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ে।

(মধ্য) এশিয়া এবং ইউরোপের তুলনায় ভারতে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির আবির্ভাব অনেক পরে, ভারতে এই সংস্কৃতির নিদর্শনের সংখ্যাও অনেক কম। ইউরোপের মত ভারতে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শন সর্বদা স্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া যায় নি, অনেক সময়েই Chalcolithic, Bronze Age এবং Cupper Age প্রভৃতি সংস্কৃতির নিদর্শনের সঙ্গে সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি সংশ্লিষ্ট অবস্থায় নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখ পাওয়া গেছে। নব্য প্রস্তর যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ঘর্ষণ ও মসৃণ পদ্ধতিতে তৈরী বিভিন্ন খনিত্র ফলক, ভারতের বিভিন্ন Site থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে — যা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে ভারতে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল।

1959 সালে V.D. Krishnaswami ভারতের নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিকে 4 টি অঞ্চলে ভাগ করেন —

1) উত্তরাঞ্চল 2) পূর্বাঞ্চল 3) মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল
4) দক্ষিণাঞ্চল।

1. উত্তরাঞ্চল :- এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য Site বুরজাহোম (কাশ্মীর), যেখানকার নিদর্শনগুলি স্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে, এই অঞ্চলের নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল —
i) মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসবাস (Pit dwelling),
ii) ছুঁচালো হাতল প্রস্তরযুক্ত খনিত্র ফলক,
iii) অস্থি নির্মিত হাতিয়ার,
iv) প্রভুর কবরের সাথে গৃহপালিত পশুর একসঙ্গে সমাধি।

2. পূর্বাঞ্চল :- এই অঞ্চলে কাশ্মীর ছাড়াই নিদর্শনই স্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া নি, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ও আসাম এই অঞ্চলের অন্তর্গত, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য Site হল দাওজালি হাডিং, এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল - i) বিভিন্ন ধরনের খনিত্র ফলক ii) আয়তক্ষেত্রাকার iii) কাঁধযুক্ত খনিত্র ফলক।

Scanned by CamScanner

3. মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল :- মালোয়া ও উত্তর মহারাষ্ট্র এই অঞ্চলের অন্তর্গত, বেশীরভাগ নিদর্শনই স্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া যায় নি, এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল - i) খনিত্র-ফলকের অনুপাত কম ii) কুঠারাস্ত্রের প্রচলন ছিল iii) মৃৎপাত্রের ব্যবহার হত,

4. দক্ষিণাঞ্চল :- এই অঞ্চলের নিদর্শনগুলি স্তরীভূত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে, এই অঞ্চলে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য Site এর সন্ধান পাওয়া যায়, ব্রহ্মগিরি, পিক্লিহল, সংগানাকাল্লু, উতনুর, মাস্কি, টেক্কালাকোটা, নাগার্জুন, কোন্ডা, হল্লুর, নরসিপুর এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল - i) ধূসর মৃৎপাত্র ii) প্রশস্ত ও চাঁচালো হাতল প্রান্তযুক্ত খনিত্র ফলক, iii) গৃহনির্মাণের প্রমাণ,

নিম্নে ভারতের নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য Site সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

বুরজাহোম :- (কাশ্মীর-উত্তরভারত) শ্রীনগর থেকে 6 মাইল উত্তরপশ্চিমে ঝিলাম নদীর তীরে Site টি অবস্থিত, এই অঞ্চলের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য Site হল গুফক্রাল এবং মার্তণ্ড। আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রথম এই অঞ্চলে খনন করে, পরে Archaeological Survey of India -উক্ত কেন্দ্রগুলিকে পরিবর্ধিত করে। খননকার্য চালিয়ে মোট 3 টি পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।

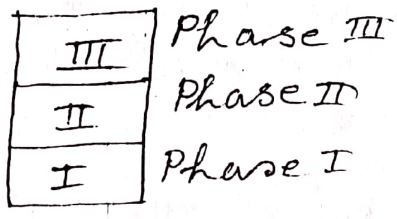

Phase I - বৈশিষ্ট্য :-

i) গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি Pit dwelling এর সন্ধান পাওয়া গেছে,

ii) গৃহ নির্মাণের জন্য খুঁটি পোঁতার গর্ত আবিষ্কৃত হয়েছে।

iii) কালো এবং ধূসর রঙের হাতে তৈরী মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

iv) ঘর্ষণ ও মসৃণ পদ্ধতিতে তৈরী খনিত্র ফলক এবং আংটি পাথর পাওয়া গেছে।

v) চুল্লী আবিষ্কৃত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

vi) মস্তুর ব্যবহারের প্রমান পাওয়া গেছে।
vii) ছিদ্রযুক্ত আয়তকার পাথরের ছুরি আবিষ্কৃত হয়েছে।
viii) হাড়ের হাতিয়ারের মধ্যে Harpoon, Point, Needle, Awl আবিষ্কৃত হয়েছে।

সময় — ২৩৭৫ B.C.

Phase II :—

(W.I)

i) অস্থি নির্মিত হাতিয়ারের সংখ্যার বৃদ্ধি,
ii) Pit dwelling এর সংখ্যার বৃদ্ধি।
iii) মসৃন পদ্ধতিতে তৈরী ধাতব ফলকের সংখ্যার বৃদ্ধি,
iv) চাকায় নির্মিত ও কারুকার্য্য করা মৃৎপাত্রনির্মাণের প্রমান পাওয়া গেছে
v) ইঁট নির্মিত মাটির দেওয়াল ও বাঁধানো মেঝে যুক্ত বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেছে,
vi) প্রভুর সাথে গৃহপালিত পশুর একসাথে সমাধিস্থ করার নিদর্শন পাওয়া গেছে,
vii) বহু মানুষের কবর আবিষ্কৃত হয়েছে, মৃতদেহ গুলি হাঁটু মোড়া এবং লাল রঙে রঞ্জিত,

সময় — 1400 B.C.

Phase - III

i) বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত স্মৃতিসৌধ,
ii) চাকায় নির্মিত লাল রঙের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।
iii) মসৃন পদ্ধতিতে তৈরী বিভিন্ন ধাতব ফলক ও কাস্তে, শস্য পেষাই এর যাঁতা কৃষিকাজের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ করে,
iv) পশুর চামড়াকে পোষাক হিসাবে ব্যবহার করার প্রমান পাওয়া গেছে। Needle, Awl প্রভৃতি হাতিয়ারের প্রমান,
v) তাম্র নির্মিত তীরের ফলা আবিষ্কৃত হয়েছে।
vi) কিছু কবরে খুলি ছিদ্রযুক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে-যা যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ করে,

সময় — 1000 B.C.

Scanned by CamScanner

প্রথম দুটি পর্যায়ের হাতিয়ারগুলি প্রমাণ করে যে দুই পর্যায়ের জীবিকা ছিল শিকার ও সংগ্রহ, কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের হাতিয়ার নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে সে যুগে কৃষিকাজের অস্তিত্ব ছিল। কাশ্মীরের নব্য প্রস্তর সংস্কৃতি এবং উত্তর চীনের নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু এই দুই সংস্কৃতির মৃৎপাত্রের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

(W.I) **দাওজালি হাডিং** : আসামের উত্তর কাছাড় পাহাড়ে এই Site টি অবস্থিত, Prof. T. Sharma এই Site টি আবিষ্কার করেন।

এই অঞ্চলের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য Site হল — সারুতারু ও মারাকডোলা, এছাড়া আসামের, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং নাগা, খাসি, গারো পাহাড় থেকে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির বহু নিদর্শন Surface finding হিসাবে পাওয়া গেছে, দাওজালি হাডিং এর নিদর্শনগুলি স্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া যায় নি, এগুলি Surface finding অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এই Site টির বৈশিষ্ট্য:—

i) ঘর্ষণ ও মসৃন পদ্ধতিতে তৈরী বহু হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে।

ii) আগ্নেয়পাথরের সংখ্যা কম,

iii) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার কাঁধযুক্ত খনিত্র ফলক,

iv) ক্ষুদ্রাস্ত্র ফলক,

v) ধাতুর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় নি,

vi) হাড়ের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে — ঘর্ষণ পদ্ধতিতে তৈরী faceted hoe, Splayed Axe, Grooved hammer stone, Wedge blade, Tanged axe, Round butt axe প্রভৃতি,

vii) মৃৎপাত্রগুলি হাতে নির্মিত এবং মোটা দানার যেগুলির গায়ে দড়ির ছাপ পাওয়া গেছে।

Scanned by CamScanner

দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি Site :

Wheeler, Subba Rao, Allchin, Thaper প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দক্ষিণভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধান ও খননকার্য চালিয়ে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শন বিভিন্ন Site থেকে আবিষ্কার করেছেন, বেশীরভাগ নিদর্শন ~~বিভিন্ন~~ স্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে, মোট ৩টি পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া গেছে,

III	Phase III
II	Phase II
I	Phase I

Phase I :- উল্লেখযোগ্য Site হল - ব্রহ্মগিরি, পিকলিহল, উৎনুর, মাস্কি,

সময় — 2300 - 1800 B.C.

বৈশিষ্ট্য :-

i) ঘর্ষন পদ্ধতিতে তৈরী খনিত্র ফলক,
ii) ফলক পাথরের হাতিয়ার,
iii) হাতে তৈরী লাল রঙের মৃৎপাত্র,
iv) কুকুর, ভেড়া, গবাদিপশু ও ছাগলকে পোষ মানানোর প্রমাণ পাওয়া যায়,
v) পোড়া মাটির মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে,
vi) পাথরের তৈরী পাত্র পোষহইয়ের প্রমাণ দেয়,

Phase II :- এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য Site হল - ব্রহ্মগিরি পিকলিহল, হাল্লুর, টেক্কলকোটা,

সময় — 1500 - 800 B.C.

বৈশিষ্ট্য :-

i) ঘর্ষন পদ্ধতি তৈরী খনিত্র ফলক,
ii) ফলক পাথরের হাতিয়ার
iii) বহু কবর আবিষ্কৃত হয়েছে,
iv) মাটির দেওয়াল যুক্ত ঘরের প্রমাণ পাওয়া গেছে,
v) উন্নত মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে,

উল্লেখযোগ্য - ছিদ্রযুক্ত পাত্র (Perforated Vessel)

Scanned by CamScanner

Phase III :- ব্রহ্মগিরি, অথবা সঙ্গনকল্লু, টেক্কালকোটা, হাল্লুর এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য Site,

সময় – 1400 - 1050 B. C.

বৈশিষ্ট্য :-

i) মসৃন পদ্ধতিতে তৈরী ছুঁচালো হাতল প্রান্তযুক্ত খনিত্র ফলক,

ii) ফলক পাথরের হাতিয়ার,

iii) অসংখ্য কবর আবিষ্কৃত হয়েছে,

iv) অত্যন্ত উন্নত ধরনের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি চাকায় নির্মিত লাল এবং কালোর রঙে বার্নিশ করা এবং নকশা অলংকৃত,

v) তামা ও ব্রোঞ্জের কিছু হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে,

এই অঞ্চলের ছুঁচালো হাতল প্রান্তযুক্ত খনিত্র ফলক গুলির যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়, Phase I - ভারতের Late Stone Age এর সমসাময়িক, Phase II - প্রাক হরপ্পা যুগের মালোয়ার সমসাময়িক, এবং প্রাক হরপ্পা যুগের জোরওয়েরের সমসাময়িক Phase III প্রাক হরপ্পা যুগের মৃৎপাত্রের সঙ্গে মৃৎপাত্রগুলি ও বিভিন্ন সংস্কৃতির মৃৎপাত্রগুলি ভারতের সাদৃশ্যপূর্ন, ধূসর রঙের মৃৎপাত্রগুলি বালুচিস্তানের মৃৎপাত্রের প্রাক হরপ্পা যুগের ও সমসাময়িক,

(সুতরাং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতিগুলি পর্যবেক্ষন করে এ কথা বলা যায় যে- নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির আবির্ভাব সময়ের দিক থেকে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির আবির্ভাব ভারতে অনেক পরে হলেও গুনগত বিচারে তা অন্যান্য নিম্নমানের নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির তুলনায় কোন অংশে নিম্নমানের নয়, বিভিন্ন দেশের নিদর্শনগুলির মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ায় এ কথা প্রমানিত হয় যে নব্য প্রস্তর যুগে দেশ দেশান্তরে বানিজ্যের আদান প্রদান ঘটেছিল।

Scanned by CamScanner